Handout Number : 715

**German Minister call on Foreign Minister**

Dhaka, 25 February :

 German Minister for Economic Cooperation and Development Dr. Gerd Muller meet Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at his Parliament’s office today.

 During the meeting, Foreign Minister Momen highlighted Bangladesh’s tremendous socio-economic developments, particularly during the last one decade in line with Prime Minister Sheikh Hasina’s Vision 2021 and Vision 2041 that envisages the transformation of Bangladesh into Sonar Bangla as dreamt by Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

 Rohingya crisis was high on the agenda as Minister Momen requested the German Minister to consider meaningful measures compelling Myanmar to make conducive environment in Rakhine for safe, dignified and sustainable returns of the forcibly displaced Rohingys.  Minister Muller expressed his country’s firm commitment to a sustainable solution to the crisis and Myanmar’s full compliance with International Court of Justice (ICJ)’s recent orders.  Minister Muller will be visiting Rohingya camps in Cox’s Bazar tomorrow.

 Foreign Minister Momen informed the visiting German Minister about the year-long celebration of the 100th birth anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, commencing on 17th March 2020 and reiterated Prime Minister Sheikh Hasina’s invitation to German Chancellor Angela Merkel to join the celebration.

 The issue of climate change figured prominently in the meeting. While the German Minister for Economic Cooperation and Development highlighted German development cooperation’s particular focus on this area, Dr. Momen apprised the visiting Minister about Bangladesh government’s various adaptation and mitigation efforts, including construction of cyclone shelters and embankments and other disaster preparedness. Minister Momen also mentioned about Bangladesh government’s plan to plant 10 million new trees during Mujib Borsho.

#

Tohidul/Farhana/Rafiqul/Rezaul/2020/2230 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১৪

**জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে**

 **- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

 আজ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়োজিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্বকালে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

 সভায় ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা, চট্টগ্রাম ওয়াসা-সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আসন্ন বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা নিরসনে তাদের প্রস্তুতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন। মন্ত্রী জলাবদ্ধতা নিরসনে সকল প্রতিবদ্ধকতা দূর করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনদুর্ভোগ যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতে সকলকে এখন থেকেই কাজ করতে হবে।

 এ সময় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ওয়াসা-সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

#

হাসান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১৩

**পিলখানা বিদ্রোহ : বেগম জিয়ার ভূমিকার রহস্য উন্মোচন প্রয়োজন**

 **- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘পিলখানা বিদ্রোহের দিন বেগম জিয়ার ভূমিকা নিয়ে নানামহলের প্রশ্ন আছে। এ বিদ্রোহের পেছনে যারা কলকাঠি নেড়েছিল, তাদের বিচারের জন্য বেগম খালেদা জিয়া-সহ সেসব বিষয় তদন্তের মাধ্যমে বের হয়ে আসা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।’

 পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ১১তম বার্ষিকীতে সাংবাদিকদের উদ্দেশে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিডিআর বিদ্রোহের সাথে যারা সরাসরি যুক্ত ছিল তাদের বিচার হয়েছে। কিন্তু মির্জা ফখরুল সাহেবের কথা শুনে মনে হয়, পেছনের কলকাঠি পরিচালকদের বিচারের জন্য বেগম খালেদা জিয়া-সহ সেসব বিষয় তদন্তের মাধ্যমে বের হয়ে আসা প্রয়োজন। কারণ এ বিদ্রোহ যেদিন হয়, সেদিন ভোরবেলা বেগম খালেদা জিয়া তার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। আর সেই রাতে এবং দিনে তিনি তারেক রহমানের সাথে ৪০ বারের বেশি ফোনে কথা বলেন। এই রহস্য উন্মোচন হওয়া প্রয়োজন।’

 আজ রাজধানীতে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় সম্মেলনকক্ষে টিভি নাট্যপরিচালকদের সংগঠন ডিরেক্টরস গিল্ড এর সাথে বৈঠকে প্রারম্ভিক বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের ‘বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্য-পিলখানা হত্যাকান্ডের বিচার সঠিক হয়নি’ এ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী একথা বলেন। তথ্যসচিব কামরুন নাহার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 ‘মির্জা ফখরুল সাহেবের বক্তব্য প্রথমত আদালত ও বিচারের প্রতি কটাক্ষ, দ্বিতীয়ত তার দাবি অনুসারে আরো অধিক তদন্তের মাধ্যমে বেগম জিয়া যিনি সকাল এগারোটার আগে ওঠেন না বলে প্রচলিত, তিনি কেন প্রত্যূষে উঠে চলে গেলেন, তার পলাতক পুত্রের সাথে এতোবার কথা বললেন তা তদন্ত করে বিচার হওয়া প্রয়োজন’, বলেন ড. হাছান।

 এ সময় পিলখানা বিদ্রোহের বিচারকে সমসাময়িক বিশ্বে বৃহৎ বিচারকাজের এক অনন্য নজির হিসেবে অভিহিত করেন তথ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, এত বড় ঘটনা নিয়ে এতগুলো সাক্ষী সংবলিত বিচার কার্য পৃথিবীর ইতিহাসে কম হয়েছে। আদালতের নির্দেশানুযায়ী সে কাজে সরকার সহযোগিতা করেছে এবং আদালতে রায় হয়েছে। রায়ের প্রেক্ষিতে যারা অভিযুক্ত হয়েছেন তারা সাজা ভোগ করছেন।

 ‘আর বিএনপি সবকিছুতেই ভুলত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করে’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার শাস্তি নিয়ে আদালতের সাথে দ্বিমত পোষণ, আদালতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন, তারেক রহমানের শাস্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলা, আদালতের রায়কে কটাক্ষ করে কথা বলা, আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকি দেয়া, আন্দোলনের অপচেষ্টা করা- এই কাজগুলো বিএনপি ক্রমাগতভাবে করে আসছে।’

 এ সময় পুরানো ঢাকায় দু’জনের বাড়ি থেকে অবৈধ অর্থ উদ্ধার ও ‘পাপিয়া’র গ্রেপ্তার ও তাদের সাথে আওয়ামী লীগের সংশ্রব সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘যুব মহিলা লীগের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তির বিষয়ে যুব মহিলা লীগ থেকে ইতোমধ্যেই বক্তব্য দেয়া হয়েছে ও তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আর পরপর তিনবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার কারণে আওয়ামী লীগে কিছু অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে এবং সেই অনুপ্রবেশকারীদের অনেক সুযোগ সন্ধানী অপকর্মের সাথে যুক্ত। সেই সুযোগ সন্ধানীরা তাদের অপকর্ম ঢাকতে রাজনৈতিক ঢাল ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে। এদেরকে খুঁজে বের করে সংগঠন থেকে বের করে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর কেউ কোথাও ধরা পড়লেই তাকে আওয়ামী লীগের নেতা বানানোর বাতিক সঠিক নয়।’

 টিভি নাট্যপরিচালকদের সংগঠন ডিরেক্টরস গিল্ড নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনায় তথ্যমন্ত্রী বলেন, আগে যথেচ্ছভাবে বিদেশি সিরিয়াল ডাবিং করে দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রচারের মাধ্যমে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ রোধে সরকার একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছে। এই কমিটি প্রথমে বিদেশি সিরিয়ালগুলো এবং আমাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট পরীক্ষা করে তারপর অনুমতি দেবে।

 একইসাথে বিদেশি দ্বিতীয় গ্রেডের শিল্পী দিয়ে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ ও তা টিভিতে প্রচারের হিড়িকের ফলে আমাদের দেশের যোগ্য শিল্পী-কুশলীরা বঞ্চিত হচ্ছিল, জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে আগে থেকেই পৃথক কর ছিল, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়, বিধায় আমরা নতুন উদ্যোগ নিয়েছি। বিদেশী শিল্পী দিয়ে নির্মিত বিজ্ঞাপন সম্প্রচারে অতিরিক্ত কর আরোপের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর সাথে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

 ডিরেক্টরস গিল্ড সভাপতি সালাহউদ্দীন লাভলু’র নেতৃত্বে সাধারণ সম্পাদক এস এ হক অলিক, সহ-সভাপতি শহীদ রায়হান, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক তুহিন হোসেন, কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য আরিফ আল আহনাফ ও ইসমাইল আহমেদ তালুকদার অয়ন মন্ত্রীর সাথে বৈঠকে যোগ দেন। মন্ত্রীকে সম্মাননা স্মারক ও নতুন তথ্যসচিব কামরুন নাহারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান তারা।

#

আকরাম/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১২

**বিআইডব্লিউটিএ’র অপসারণ অভিযান**

**৩৫টি স্থাপনা অপসারণ, ১১ লাখ টাকার পণ্য নিলাম**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) ঢাকার চারপাশের নদীগুলো দখল ও দূষণমুক্ত করতে আজ ঢাকা নদীবন্দরের আওতাধীন শ্যামপুর থেকে কদমতলী পর্যন্ত বিশেষ অভিযানে তিনটি দোতলা ও দু’টি একতলা পাকা স্থাপনা, পাঁচটি পাকা ওয়াল (দু’হাজার ফুট), ১০টি আধাপাকা স্থাপনা, ১৫টি টিনের ঘর-সহ মোট ৩৫টি স্থাপনা অপসারণ করেছে। এর ফলে শূন্য দশমিক ৫ একর তীরভূমি উদ্ধার হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ অপসারণ কার্যক্রমে ১১ লাখ ৪ হাজার টাকার পণ্য নিলাম করেছে।

 আগামীকাল ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯ টা থেকে বুড়িগঙ্গা নদীতে পোস্তগোলা ব্রিজের কেরাণীগঞ্জ প্রান্ত হতে দক্ষিণ দিকে অভিযান চলবে।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১১

**মুজিববর্ষে সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে কৃষিমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার প্রধান উৎস কৃষিতে সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা এখন সরকারের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সচেতনতা ও সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য। মুজিববর্ষের অঙ্গীকার হিসেবে সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর সম্মেলন কক্ষে ‘নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ভ্যালু চেইন উন্নয়নে সম্মিলিত প্রয়াস’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কাজ করতে হবে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে। উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণনের এবং খাবার টেবিলে পরিবেশন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে নিরাপদ খাবার নিশ্চিতকরণের বিধি-বিধানগুলো পুরোপুরি অনুসরণ করা দরকার।

 মন্ত্রী আরো বলেন, এছাড়া উৎপাদক থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত ভ্যালু চেইন সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা হলে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাবে। এই চেইন বাস্তবায়ন নারী-পুরুষ সবার জন্যই বাজারে সরাসরি পণ্য বিক্রয় সহজ হবে। কৃষক তার ফসলের ন্যায্য দাম পাবে। এতে বৃদ্ধি পাবে মুনাফার পরিমাণ এবং কৃষি উৎপাদনও বাড়বে। সেই সঙ্গে নিশ্চিত হবে নিরাপদ ও পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের জোগান।

 ‘সবার জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য : মুজিববর্ষে অঙ্গীকার’ স্লোগানকে সামনে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসাবে বিসেফ ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল যৌথভাবে দুই দিনব্যাপী এ সেমিনারের আয়োজন করেছে।

 সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএআরসি এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) মাহবুব কবীর, এসিআই এগ্রো বিজনেস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এফ এইচ আনসারী।

 সম্মেলনের বিভিন্ন কারিগরি অধিবেশনে শস্য, ফল, সবজি, মৎস্য, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী এর নিরাপদ, পুষ্টিকর খাদ্য ভ্যালু চেইন বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা হয়।

#

গিয়াস/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭১০

**চীনের কিট্স করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সহায়ক হবে**

 **- স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ‘করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দেশীয় ট্রিটমেন্ট প্রটোকল ও কিট্স এর পাশাপাশি চীন সরকার প্রদত্ত ট্রিটমেন্ট প্রটোকল ও অতিরিক্ত ৫০০ কিট্স সহায়ক ভূমিকা রাখবে।’

 আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চীনা দূতাবাস কর্তৃক করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ট্রিটমেন্ট প্রটোকল গাইড বই ও করোনা ভাইরাস পরীক্ষার জন্য ৫০০ কিটস হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে নিজ দেশের সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া আছে উল্লেখ করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ সময় আরো বলেন, ‘করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দেশের স্বাস্থ্যখাত সব দিক দিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। ২১ জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ৩ লাখেরও বেশি বিদেশ ফেরত মানুষকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে এবং ৭৯ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়েছে। দেশে এখন পর্যন্ত একজনও করোনা ভাইরাস রোগে সংক্রমিত হয়নি। ভবিষ্যতে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত কোন রোগী দেশে প্রবেশ করলে বা একাধিক রোগী আক্রান্ত হলে তার জন্য কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আর চিকিৎসার জন্য দেশীয় ২ হাজার কিট্সের পাশাপাশি চীন আরো ৫০০ কিট্স প্রদান করায় এবং দেশের ট্রিটমেন্ট প্রটোকল এর পাশাপাশি চীনের ট্রিটমেন্ট প্রটোকল হাতে আসায় করোনা ভাইরাস চিকিৎসায় আর ভয়ের কিছু থাকবে না।’

 অনুষ্ঠানে চীনের পক্ষে সেদেশের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং (Li Jiming) ৫০০ করোনা কিট্স ও ট্রিটমেন্ট প্রটোকল স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন।

 অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. আসাদুল ইসলাম; চীনের রাষ্ট্রদূত; রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর পরিচালক অধ্যাপক ডা. মীরজাদি সেব্রিনা ফ্লোরা-সহ উভয় দেশের অন্য কর্মকর্তারা।

#

মাইদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০৯

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে ডব্লিউএফপি এর চুক্তি স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ‘ইমার্জেন্সি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স’ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) এর মধ্যে আজ ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সরকারের পক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ্ কামাল এবং ডব্লিউএফপি এর পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর জরপযধৎফ জধমধহ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

 চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মোহসীন, প্রকল্প পরিচালক মোঃ আলতাফ হোসেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর গবৎপু গরুধহম ঞবসনড়হ উপস্থিত ছিলেন।

 উল্লেখ্য, প্রকল্পটির আওতায় জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে ডব্লিউএফপি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

#

সেলিম/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০৮

**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন**

**৮২ হাজার ৪২২ জন প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি পেয়েছে**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন বলেছেন, এ বছর ৮২ হাজার ৪২২ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা বৃত্তি পেয়েছে। ৭৮টি বৃত্তি মজুত রাখা হয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৯ এর বৃত্তির ফল প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ ফসিউল্লাহ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রতন চন্দ্র পন্ডিত।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, এবার ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী এবং সাধারণ কোটায় পেয়েছে ৪৯ হাজার ৪২২ জন। শিক্ষার্থীদেরকে এ বৃত্তি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত দেওয়া হবে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্তদেরকে মাসে ৩০০ টাকা এবং সাধারণ কোটায় বৃত্তিপ্রাপ্তদেরকে মাসে ২২৫ টাকা করে দেয়া হবে।

 বৃত্তির ফল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dpe.gov.bd -এ এবং স্থানীয়ভাবে বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় হতে পাওয়া যাবে।

#

রবীন্দ্রনাথ/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০৭

**এনইসি সভায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা'র বাস্তবায়ন অনুমোদন**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এর সভায় আজ ‘বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর বাস্তবায়ন’ অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

 সভায় প্রধানমন্ত্রী ও এনইসি’র চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এ অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

 প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) কাতার হতে রেবিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সকল মানদণ্ড পূরণ করতে পেরেছে, ২০১৫ সালে নিম্ন আয়ের দেশ হতে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশের শ্রেণিভুক্ত হয়েছে এবং ৭ শতাংশ হারে গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনও সম্ভবপর হয়েছে। সাফল্যের এই ধারায় উজ্জ্বীবিত হয়ে বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। কাঙ্ক্ষিত সেই দেশ হবে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত যেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার থাকবে। মূলত রূপকল্প ২০২১ এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নয়ন পথে জাতিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যেই সরকার ‘রূপকল্প ২০৪১’ গ্রহণ করেছে। এছাড়া, বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ ও উচ্চ-আয়ের দেশগুলো যে উন্নয়ন পথ পাড়ি দিয়েছে, তাদের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে সে পথে এগিয়ে যেতে চায় বাংলাদেশ।

 ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ হবে আধুনিক বিশ্বের সাথে সংগতিপূর্ণ একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ যার মাথাপিছু আয় দাড়াবে বর্তমান বাজার মূল্যে ১২ হাজার ৫০০ ডলার, জিডিপি’র প্রবৃদ্ধি হবে ৯ দশমিক ৯ শতাংশ, চরম দারিদ্র্য নেমে আসবে দশমিক ৭ শতাংশে এবং দারিদ্র্য হার হবে ৫ শতাংশের নিচে।

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নানসহ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

 #

শাহেদ/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২০/১৬১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০৬

**রোহিঙ্গাদের জীবনমান উন্নয়নে**

**বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক এর মধ্যে চুক্তি**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইমার্জেন্সি মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) এর মধ্যে আজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ শাহ্‌ কামাল এবং ডব্লিউএফপি এর পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর রিচার্ড রিগ্যান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মোহসীন, প্রকল্প পরিচারক মোঃ আলতাফ হোসেন এবং বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মারছি মিয়াং টেমবন উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের মাধ্যমে ডব্লিউএফপি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

#

সেলিম/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৫১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭০৫

**ভারতে ইন্টিগ্রেটিং বিমস্টেক সম্মেলনে যোগ দিতে বাণিজ্যমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ইন্টিগ্রেটিং বিমস্টেক-২০২০ সম্মেলনে যোগ দিতে ভারতের উদ্দেশে আজ ঢাকা ত্যাগ করেছেন। আগামী ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ভারত চেম্বার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর উদ্যোগে মুম্বাই এ অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন।

 এ অঞ্চলের দেশসমুহের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা সুসংহতকরণে বে অভ্ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মালটি-সেক্টোরাল টেকনিকেল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন (বিমস্টেক) বিগত দুই দশকের বেশি সময় ধরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সম্প্রসারণে বিমস্টেক এর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধি এবং অঞ্চলভিত্তিক ভৌত ও ডিজিটাল সংযোগ স্থাপনে ইন্টিগ্রেটিং
বিমস্টেক-২০২০ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, বিমস্টেক দেশসমুহের মধ্যে পণ্য, সেবা এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে এ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

 বাণিজ্যমন্ত্রী আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশে ফিরবেন।

#

বকসী/অনসূয়া/জুলফিকার/শামীম/২০২০/১৫২৩ ঘণ্টা